সংবাদ

তারিখ ... 18 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৪৮

ল তার আরও অবনতি হতে পারে।

ভাল শিক্ষার্থী বাড়ানোর পাশাপাশি ভাল শিক্ষায়তন বাড়ানো জরুরি

বছরের এসএসসি পরীক্ষায় বোর্ডগুলোয় গড় পাসের হার না বাড়লেও ভাল ফল করা শিক্ষার্থীদের হার ড়েছে। এই ভাল ফল করা মেধাবী শিক্ষার্থীদের আঙুল দিয়ে 'ভি' চিহ্ন দেখানো উৎফুল্ল হাসিমুখগুলো আমরা য়েকদিন আগে ফল বেরুনোর পর পত্রিকার পাতায় লক্ষ্য করেছি। এসএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে খা গেছে, গত বছরের তুলনায় এবারে জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। এতে ভাল ছাত্রছাত্রীর ভিভাবকদের মতো আমরাও খুশি। কিন্তু নামি কলেজগুলোতে ভর্তিযুদ্ধের যে তথ্য আমরা পাচ্ছি তাতে করে ল ফল করা হাসিমুখগুলোর অনেকেরই মুখ যে শেষ পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ ছর সারাদেশে জিপিএ-৫ পেয়ে এসএসসি পাস করেছে ২৫ হাজার ৭৩২ জন মেধাবী শিক্ষার্থী। অথচ ঃসংবাদ এই যে, এদের মধ্য থেকে বেশিরভাগই অর্থাৎ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীই ঢাকার নামিদামি লেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। নটর ডেম, ভিকারুননিসা, হলিক্রস ও ঢাকা কলেজসহ াকায় যে ১০-১২টি কলেজ আছে সেগুলোতে সবমিলিয়ে সাড়ে ৮ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে। বাদ াকিদের ছড়িয়ে পড়তে হবে সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা কিছু ভাল এবং অন্যান্য সাধারণমানের কলেজগুলোতে। বে মন খারাপ করার পরও একটা তথ্য এই যে, এ বছর সাত বোর্ডে পাস করেছে যে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৫৫ জন শিক্ষার্থী, তাদের সংখ্যার সঙ্গে দেশের শিক্ষায়তনগুলোর আসনের একটা ভারসাম্য রয়েছে। রসাম্য শুধু নেই ভাল ছাত্র বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাল কলেজ ও আসন সংখ্যা বাড়ার। সমস্যা এখানেই। এবং ামরা মনে করি এ সমস্যাটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বড় সমস্যা, যা আমাদের শিক্ষা বিভাগ তথা রকারগুলো কখনই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দেখেছে বলে মনে হয় না। এটা স্বাভাবিক, অন্তত আমরা বাই আশা করি যে, বছর বছর ভাল ছাত্রের সংখ্যা বাড়বে এবং সেটা বাড়ছেও। কিন্তু এই ভাল ছাত্রদের র্তির জন্য মানসম্মত ভাল কলেজ বাড়ার আশায় সবসময়ই গুড়েবালি পড়ছে। এটা আমাদের শিক্ষার্থী আর শক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি দুঃখজনক ও নেতিবাচক সংবাদ।

ংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) একটি তথ্যমতে দেশে সরকারি-বেসরকারি মোট লেজের সংখ্যা ২ হাজার ৭৯৪। এসব কলেজে ৪ লাখ ৬৩ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে। গত বছর কিছু াধারণমানের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২৫১টি সরকারি কলেজে গত বছর ৯২ হাজার ৩৯৬ জন শিক্ষার্থী চ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয়েছিল। এবং একই সময়ে ২ হাজার ৫৪৩টি বেসরকারি কলেজে ভর্তি হয়েছে ১ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪ জন।

্যানবেইসের সূত্র মতে, সারাদেশে 'এ' ক্যাটাগরির কলেজের সংখ্যা ৪২৪। অথচ ভাল ও মেধাবী শিক্ষার্থীর ংখ্যা বাড়তে থাকলেও গত তিন বছরে 'এ' ক্যাটাগরির কলেজের সংখ্যা একটাও বাড়েনি। গত বছরের ুলনায় এ বছর কেবল জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১০ হাজার। অথচ এদের বেশিরভাগই ানসম্মত কলেজে ভর্তি হতে পারবে না।

এ অবস্থায় আমার মন্তব্য একেবারেই সংক্ষিপ্ত। আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ার পটভূমিতে াজধানীতে এবং মফস্বলে খুব দ্রুত মানসম্মত শিক্ষায়তন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া দরকার। তা না হলে ভাল াত্র হয়েও ভাল কলেজে ভর্তি হতে না পেরে হতাশাই শুধু বাড়বে না সেই সঙ্গে শিক্ষার মানেও পড়বে একটা নেতিবাচক প্রভাব। মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশের স্কুল-কলেজগুলোর গড় মান ্যাতে বাড়ানো যায় সে বিষয়েও সরকারকে নজর দিতে হবে। আমরা আশা করব, সরকার এ বিষয়ে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করে আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাসিমুখগুলোকে ম্লান হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবে।